অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সেই দিনগুলোর কথা ।।

১২ অক্টোবর ২০১৩ কোগরার জুবিলী পার্কে বসন্ত মেলায় গিয়েছিলাম সস্ত্রীক। হঠাৎ বগুড়ার বেলাল ভাই কাছে এসে বললেন - ভাই আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। বলুন। বললেন আগামী ২২ ডিসেম্বর আমরা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিজয় দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি তো সে উপলক্ষে মুক্তমঞ্চ পত্রিকায় আমরা একটি ক্রোড়পত্র বের করছি তাতে আপনার একটা লেখা পেলে খুব খুশী হবো। আপনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা সে হিসেবে আপনার এখানে লেখা তো একটা কর্তব্য। আপনিতো অনেক বিষয়ে লেখেন আমি চাইবো আপনি 'চরমপত্র' বিষয়ক অথবা চরমপত্রের এম আর আখতার মুকুল সাহেবকে নিয়ে কিছু লেখেন। আমি বললাম লেখাটা কবে দিতে হবে? বেলাল ভাই বললেন মুক্তমঞ্চের শামীম আল নোমান সময়মত আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন। বললাম চেষ্টা করবো।

শামীম আল নোমান যোগাযোগ করলেন। ২৭ নভেম্বরে লেখাটা লিখতে বসেছি। আমি সব সময়ই সব লেখালেখি সরাসরি কম্পিউটারে সারি। কাগজ কলমের প্রয়োজন হয় না। যাহোক, লেখা চলছে। প্রায় শেষ করে ফেলেছি। এরমধ্যে ফোনটা বেজে উঠলো। চাঁদপুর থেকে আমার দুলাভাই ফোন দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন তোমার মা মৃত্যু পথযাত্রি। ডাক্তাররা বলছেন সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। খুব বেশী হলে দু'এক ঘন্টা। আমি বললাম নেক্সট এ্যাভেইলএবল ফ্লাইটে আমি আসছি। আরো কিছু কথা বলে ফোনটা রেখে দিলাম। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। দু'চোখে আমার বন্যা। বেশ কিছু ফোন এবং টিকেটের ব্যবস্থা ইত্যাদি সেরে ভাবলাম লেখাটা আর দু'চার লাইন লিখে ইতি টেনে দেই। তাই করলাম। এবং লেখাটা শামীম আল নোমানকে পাঠিয়ে দিয়ে নামাজ শেষে কোরাণ পড়ছি। আবার ঘন্টা খানেকের মাথায় দুলাভাইয়ের ফোন - আম্মা এইমাত্র চলে গেলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

ঘরে কান্নাকাটি করতে করতেই জরুরী কাজসমূহ শেষ করার চেষ্টা করছি। কয়েকটি জরুরী ফোনও সারলাম। তারমধ্যে শামীমকেও ফোন দিয়ে বললাম আমার মা আর নেই। সকালেই দেশে যাচ্ছি এবং বললাম লেখাটা কী লিখেছি জানিনা। আম্মার চলে যাবার খবরের মুহুর্তে যে পর্যন্ত লিখেছি তাই-ই পাঠিয়ে দিয়েছি। শামীম বললো লেখাটা পেয়েছি কোন চিন্তা করবেন না আমরা আপনার আম্মার জন্য দোয়া করবো।

পরদিন দেশে চলে গেলাম। ফিরে এসে জমে থাকা চিঠিপত্র পত্রপত্রিকাগুলো দেখলাম। দেখলাম বিজয় দিবস সংখ্যা মুক্তমঞ্চ এবং তার মধ্যে সেই ক্রোড়পত্রটি। সবই আছে শুধু আমার সেই লেখাটি কেন জানি নেই। যাহোক বিজয়ের মাস এখনো চলছে। এখনো দেশে সেই একাত্তরের ফণা, রাজাকার এবং তার রক্তের ধারার একই তান্ডব যা স্বচক্ষে দেখে এলাম। মনে হলো আমার মায়ের মৃত্যুদিনে লেখা সে লেখাটি যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং 'মুক্তমঞ্চ' ছাপেনি তা আমার কলামে দিয়ে দেই বিজয়ের মাসে- আমার কলামের পাঠকরা অন্তত পড়ুক। ধন্যবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ -ধন্যবাদ 'মুক্তমঞ্চ'।

সেই দিনগুলোর কথা

আট ব্যাটারীর Murphy ট্রানজিস্টারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে কান পেতে আছেন চৌধুরী সাহেব। ৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম যশোর মুক্ত হলো। সেদিনই অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বরে রেডিওতে শুনেছেন যশোর মুক্ত হওয়ার কথা। ওরা বলছিলো বেনাপোল থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মুক্তি বাহিনী এবং মিত্র বাহিনী যশোরে ঢুকেছে। তাঁর চোখের সামনে ভাসছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। কতবার এ রোড ধরে তিনি বেনাপোল গিয়েছিলেন তাঁর প্রথম কর্মজীবনে। সে কবেকার কথা। তখন চৌধুরী সাহেব বিয়েও করেননি। এই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডও কী আজকের কথা? ষোল'শো শতাব্দীতে শের শাহ সুরী বানিয়েছিলেন যার শুরু কাবুলে আর শেষ হয়েছিলো কলকাতায়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হয়ে যশোর থেকে চট্টগ্রাম। চোখের সামনে ভাসছে যশোর রোডও। যে যশোর রোডে আশ্রিত ছিলো হাজার হাজার শরণার্থী। মনে পড়লো সেই যশোর রোডে শরণার্থীদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে Allen Ginsberg লিখেছিলেন সেই

সাড়া জাগানো কবিতা September on Jessore Road | (মৌসুমী ভৌমিকের কণ্ঠে কবিতাটি পরে গান হিসেবে ব্যাপক সাড়া যুগিয়েছে)
কত কী মনে পড়ছে চৌধুরী সাহেবের। ভাবনার বগিগুলো একটার সাথে একটা জোড়া লেগে যাচ্ছে। হয়তো আরো লাগতো কিন্তু ছেদ পড়লো মেয়ের ডাকে -
বাবা তোমার চা।
উঁম
তোমার চা। কী ব্যাপার তুমি এতো জোরে জোরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছো কেন?
আর ভয় নেই মা। ওরা ঢুকে গেছে। একটু আগে রেডিওতে বললো যশোর মুক্ত হয়ে গেছে। আমি তোদের বলেছিলাম না শাকিল - আমার শাকিল এ দেশ ওই হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত না করে ঘরে ফিরবে না!
আমরা তো ভাইয়ার কোন খবর ----
পাবি, পাবি। সহসাই পাবি। আমি তো দিন রাত এই Murphy-র বুকে কান পেতে আছি। ওরা সব বলছে এখন। এখন এই ঢাকা শহরে পাক সেনাদের আর টাইম নেই কার বাড়ীতে কে স্বাধীন বাংলা শুনছে আর কে 'চরমপত্র' শুনছে। ওদের এখন 'ইয়া নফসি আর ইয়া নফসি'। ওই চরমপত্রের ভদ্রলোক হলে আরো সুন্দর করে বলতে পারতো। আচ্ছা মা -
বলো -
চরমপত্রটা আজ এখনো দিচ্ছে না কেন? ওঁর গলাটা শুনলেই মনে হয় স্বাধীনতাটা যেন দোর গোড়ায় চলে এলো।
আর একটু ধৈর্য্য ধর বাবা। এখন শেষের সময়। সবাই ব্যস্ত ----
'আপনারা শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। এবারে শুনবেন বজ্রকণ্ঠ'
ঐ যে মা বজ্রকণ্ঠ দিচ্ছে তার মানে এর পরই চরমপত্র।
অবশ্যই বাবা
' ... এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম ... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ... জয় বাংলা।
(চৌধুরী সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন - জয় বাংলা। যা যা তোর মাকে ডাক সবাইকে ডাক এবার চরমপত্র)
আপনার শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। - চ-র-ম পত্র... ...

" ম্যাজিক কারবার। ঢাকায় অখন ম্যাজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর ক্যাচ্কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা–আ-আ-আ দম ফালাইতাছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ টাঙ্গাইল থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মাইদ্দে তো দ্যাখতাছি লেখা রইছে টাঙ্গাইলে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস্, ব্যাস্ আর কইতে হইবো না– বুইজ্যা ফালাইছি। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১০ জন কিয়ের লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও– এই যে পাইছি। ভৈরব– ১২৫০ জন। তা হইলে ১১৪০ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট্ ডট্ ডট্ রাজেউন হইয়া গেছে। হউক কোনো ক্ষেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলারে বঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিলো। রংপুর-দিনাজপুর, বগুড়া-পাবনা মানে কিনা বড় গাং-এর উত্তর মুড়ার মছুয়া মহারাজগো কোনো খবর নাইক্যা। হেই সব এলাকায় একশোতে একশোর কারবার হইছে। আজরাইল ফেরেশতা খালি কোম্পানির হিসাবে নাম লিখ্যা থুইছে।
আরে এইগুলা কারা? যশুরা কই মাছের মতো চেহারা হইছে কিয়ের লাইগ্যা? ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট্ হওনের গতিকে এই রকম ল্যাড়-ল্যাড়া হইয়া গেছো।
আহ্ হাঃ! তুমি একা খাড়াইয়া আছো কিয়ের লাইগ্যা? কী কইলা? তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল? ও-অ-অ-অ বাকি হগ্গল গুলারে বুঝি বিচ্ছুরা মেরামত করছে? গ্যাং-এর পাড়ে আলাদা না পাইয়া, আরামসে বুঝি চুবানী মারছে।
কেইসডা কী? আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কিয়ের লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস্ না! কইছিলাম না, 'বঙ্গাল মুলুকের ক্যাঁদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে মছুয়াগো 'মউত তেরা পুকার তা হ্যায়'।

নাঃ– তখন কী চোট্‌পাট! হ্যান করেংগা, ত্যান করেংগা। আর অহন? অহন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে, 'ইডা হামি কী করছুনুরে! হামি ক্যা নানীর বাড়িত আচ্ছিনু রে! হামি ইডা কী করনু রে!

আত্‌কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ভাইসা'ব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা এ্যাংগেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহি কী, শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ– মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর জিগাইলো, 'তুম লোগ্‌কো কাপড়া কিধার গিয়া?' জবাব আইলো– যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডার ওয়ার থুইয়া বাকি রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি– 'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?– হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া।'

আত্‌কা ঠাস্‌ ঠাস্‌ কইরা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাব্‌ড়াইতে শুরু করছে। 'পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানী মরেছে– গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।' ব্যাস, মওলবী রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা' হইলে তুরান্‌ত আমাগো কইয়া দাও কিভাবে বিচ্ছু আর হিন্দুস্তানী ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে আমার ল্যাড়ল্যাড়া সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইবো।'

এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল পিঁয়াজী আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের কাছে টেলিগ্রাম করলো, 'ভাই উথান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে। হের টেলিগ্রামটা চাপিশ কইর‍্যা ফালাও।' এইদিকে আমি ছ্যার শাহ নেওয়াজ ভুট্টোর 'ডাউটফুল' পোলা, পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা কওনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতাছি। পোলাডারে একটুক্‌ নজরে রাখ্‌বা। বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে। ... ...

কিন্তু ভুট্টো সা'ব। বহুত্‌ লেইট কইর‍্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ্‌ কথাবার্তায় আর কাম হইবো না। আত্‌কা ঠাস্‌ ঠাস্‌ কইর‍্যা আওয়াজ হইল। কী হইলো? কী হইলো? জাতিসংঘে ভেটো মাইর‍্যা সোভিয়েত রাশিয়া হগ্‌গল মিচ্‌কী শয়তানরে চীৎ কইর‍্যা ফালাইছে। কইছে, ফাইজলামীর আর জায়গা পাও না? বাঙালি পোলাপান বিচ্ছুরা যহন লাড়াইতে ধনা-ধন্‌ জিত্‌তাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধ করণের নানা কিসিমের টিরিক্স হইতাছে– না?

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরাণের পরাণ জানের জান চাচা নিক্সন, কড়া কিসিমের টিরিক্স করণের লাইগ্যা সপ্তম নৌ-বহররে সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে ক্রেমলিন থাইক্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইজিং করছে- একটুক হিসাব কইর‍্যা কাজ-কারবার কইরেন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী কইছে, ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয়। ব্যা-স্‌-স, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুরে আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো।

এ্যাঁ এ্যাঁ! এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কান্দে ভেউ ভেউ, হেইডা গেলো গাথার মাইদ্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মাইদ্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে– 'আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কী হইবো, আমি পাইট্‌ করুম– আমি পাইট্‌ করুম।'

আমাগো মের্‌হামত মিয়া আত্‌কা চিল্লাইয়া উঠলো। এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজী সাবের ফুল প্যান্টের দুই রকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং– কেইসডা কী? অনেক দেমাক লাগাইলে এর মাজমাডা বোঝন যায়।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। ম্যাজিক কারবার। ঢাকায় অহন ম্যাজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর ক্যাচ্‌কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা–আঁ-আঁ-আঁ, দম ফালাইতাছে।"

চরমপত্র শেষ হবার পর চৌধুরী সাহেব নিজের মনেই বলতে থাকেন - হ্যাঁ ম্যাজিক কারবারই চলছে। এগুলো সব আমার শাকিলদের ম্যাজিক কারবার আর সে ম্যাজিকেই হতে যাচ্ছে দেশ স্বাধীন। আয় বাবা শাকিল তাড়াতাড়ি আয় আমার বুকে। কতদিন তোকে দেখিনি বাবা। জ-য়--বা--ং--লা।

পুনশ্চ: দেশ স্বাধীন হলেও শাকিল আর ফিরে আসেনি চৌধুরী সাহেবের বুকে।